লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, মঙ্গলবার, ৩১ অক্টোবর ২০১৭
Port Blair•Tuesday•October 31, 2017
Arthik Lipi, Page 3

বাইক না কিনে দেওয়ায় মাকে মারধর করে গ্রেফতার ছেলে

স্টাফ রিপোর্টার : বিধাননগরে মা ও বাবাকে মারধর করে গ্রেফতার হল ছেলে। অভিযুক্তের নাম রাজর্ষী দাস। পেশায় রাজর্শী জিম ট্রেনার। বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ রাজর্ষীকে আজ গ্রেফতার করেছে। আজ তাকে বিধাননগর মহকুমা

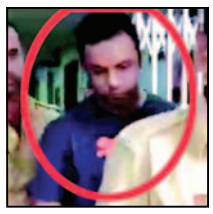

আদালতে তোলা হবে। জানা গেছে, রাজর্ষী তার মা-বাবার সঙ্গে সল্টলেকের বিডি ১০ নম্বর বাড়িতে থাকত। দীর্ঘদিন ধরে সে মা-বাবার ওপর টাকার দাবি জানিয়ে অত্যাচার চালাচ্ছিল। কখনও পকেটমানি কখনও দামি ফোনের আবদার। দাবি মেটানোর অত্যাচারে মা-বাবাকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল রাজর্ষী। শেষে তার সাধ হয় একটি দামি বাইকের। কিন্তু সেটা সম্ভব নয় জানিয়ে দেওয়ায় মা'র ওপর আরও বেশি অত্যাচার শুরু করে অভিযুক্ত রাজর্ষী। সে মাকে মারধর করে। মারের আঘাতে মুখ ফেটে যায় তার মায়ের। অবশেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিধাননগর উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে আজ পুলিশ রাজর্ষীকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে মারধর ভয় দেখানো ও জোর করে টাকা আদায়ের চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়েছে।

রাতের শহরে অগ্নিকাণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার গভীর রাতে ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকার একটি বাড়িতে আগুন লাগে। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ একটি টালির শেডের বাড়িতে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। গায়ে গায়ে পর পর বাড়ি থাকায় রাতে ওই আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। ৩টি দমকল বিভাগের গাড়ি ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। ঘটনাস্থলে আসেন সিইএসসি-এর আধিকারিকরা। স্থানীয় পুলিশকর্মীদের সহায়তায় বার করে নিয়ে আসা সম্ভব হয় বাড়ির ভিতর আটকে থাকা মানুষদের। সম্পদহানির পরিমাণ বা কি কারণে আগুন লেগেছিল তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডেঙ্গু নিয়ে বাম-কংগ্রেসকে খোঁচা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজেদের রাজ্যের অবস্থা দেখে এখানে চিৎকার করুন, বিজেপিকেও আক্রমণ

স্টাফ রিপোর্টার: পরিসংখ্যান তুলে ধরে এবার পদ্ম বাহিনীকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এই ইস্যুতে বিরোধীদেরও একহাত নেন তিনি। সোমবার বিজেপি শাসিত গুজরাত,উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, অসম, মধ্য প্রদেশে ডেঙ্গু মৃত্যুর পরিসংখ্যান তুলে ধরে সরাসরি মুরলীধর সেন লেনকেই 'টার্গেট' করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির যারা এখানে চেঁচামেচি করছেন। তারা আগে নিজেদের রাজ্যের অবস্থা দেখুন।' তবে এই প্রথম নয়। এর আগেও স্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠকে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী, পরে রাজ্যের মুখ্য সচিব মলয় দে'ও একইভাবে নবান্নে ডেঙ্গুর তথ্য তুলে ধরতে গিয়ে পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। রাজ্যে মশা বাহিত এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে হু হু করে। এমনকী আক্রান্তের সংখ্যাও প্রায় ২১ হাজার ছুঁই ছুঁই। আর ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ইতিমধ্যেই ময়দানে বিরোধীরা। সোমবারই কলকাতা পুরসভার সামনে মশারি নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। হাতে মশা মারার কয়েল নিয়ে মিছিলও করেছে বামেরা। একইভাবে ডেঙ্গু নিয়ে প্রায় রোজই বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিজেপি। সব মিলিয়ে এক ডেঙ্গুতেই ঢাকা পড়েছে মুকুলের বিজেপি যোগ-বিয়োগ ইস্যুও। ডেঙ্গু নিয়ে

সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি : শ্যামল মৈত্র।

আন্দোলনের জোর বাড়াচ্ছে যে বিরোধীরা, সোমবার নবান্ন থেকে কার্যত সেই বিরোধীদেরই কড়া ভাষায় পাল্টা আক্রমণ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন স্বাস্থ্য নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেখানেই বিরোধীদের আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,'বিরোধীদের কোনও কাজ নেই, ডেঙ্গু নিয়েও নোংরা রাজনীতি করছে। চিৎকার করে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করতে চাইছে।' নাম না করেই ডেঙ্গু নিয়ে বাম-কংগ্রেস-বিজেপির ভূমিকাকে কটাক্ষও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন,'আমিও তো বিরোধী ছিলাম। তখন ম্যালেরিয়া নিয়ে টানা ক্যাম্প করেছি। মানুষকে বুঝিয়েছি। আর এরা শুধু চিৎকার-চেঁচামেচি করেই নিজেদের দায়িত্ব সারছে।' তবে বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁর সরকার যে এই ডেঙ্গু নিয়ে যথেষ্ট কাজ করছে, নিজের বক্তব্যে তাও পরিষ্কার করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য,'যারা কাজ করে তারা কোনও চিৎকার করে না। মুখে কিছু বলে না। চুপ থেকেই কাজ করে চলে যায়। যারা কোনো কাজকর্মই করে না তারাই সবেতে চেঁচামেচি করে।' এদিন ডেঙ্গু নিয়ে বিরোধীদের দাবিও খারিজ করে দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা মেনে নিলেও, প্রশ্ন তুলেছেন, বেসরকারি হাসপাতালে একাধিক রোগী মৃত্যুর কারণ নিয়েও। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালে মশা বাহিত এই রোগে মৃত ২৭ জনের মৃত্যুর কারণ আদৌ ডেঙ্গু কী না, তা নিয়ে রীতিমত সন্দেহ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী ডেঙ্গুর জন্য যখন মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে বিরোধীরা, একইভাবে এই রোগের জন্য আবহাওয়াকে কাঠগড়ায় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তাহের প্রথম দিনই রীতিমতো সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একদিকে ডেঙ্গু নিয়ে একশ্রেণির 'অপপ্রচার', অপরদিকে পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিরোধীদের দাবিও খারিজ করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডেঙ্গু নিয়ে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি অধীর চৌধুরির

রাজ্যের ব্যর্থতার প্রতিবাদে বিজেপির বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ডেঙ্গু ইস্যুতে এবার আদালতে যাচ্ছে কংগ্রেস। সোমবার এমনই হুঁশিয়ারি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরির। তিনি জানান, ''ডেঙ্গুর পরিস্থিতি রাজ্য সরকার যেমন অস্বীকার করছে, ঠিক সেই মতোই চিকিৎসা না করে গরিব মানুষের সংখ্যা কমাচ্ছে সরকার। তাই আমরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করব।'' ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যের পরিস্থিতি যথেষ্টই ভয়াবহ। দিনের পর দিন ডেঙ্গুতে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সোমবারও আরজিকরে দেগঙ্গার এক বাসিন্দার মৃত্যু খবর পাওয়া গেছে। শিলিগুড়ি থেকেও ডেঙ্গু মৃত্যুর খবর আসে। আর ডেঙ্গু আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে চলেছে শ'য়ে শ'য়ে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। তারা পথে নেমে বিক্ষোভও দেখাতে শুরু করেছে। সোমবারই কলকাতা পুরসভার সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। একই দিনে ডেঙ্গু নিয়ে রাস্তায় বিজেপিও।

কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দিলেও এই মশাবাহিত রোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ব্যর্থ বলে অভিযোগ বিজেপির। আর সেই অভিযোগকে সামনে রেখেই সোমবার রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি করে বিজেপি। প্রতিটি জেলার সদর

ফাইল চিত্র

হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। কলকাতাতেও কর্মসূচি নেয় তারা।

এদিন প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে পুরসভার ১০ নম্বর বরোর অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপি কর্মীরা। সেই কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবিও ওঠে। বেহালা ট্রামডিপোর কাছেও বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। তাদের বক্তব্য, রাজ্যের নানা জায়গায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। অথচ রাজ্য প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, এ ব্যাপারে তথ্য গোপন করছে। কয়েকদিন আগে স্বাস্থ্যভবন ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। আগামী ৩ নভেম্বর ফের রাস্তায় নামবে কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি জানিয়েছেন, ডেঙ্গু ইস্যুতে রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে ২ নভেম্বর রাজ্যপালের কাছে যাব আমরা। ৩ নভেম্বর ডেঙ্গু নিয়ে হবে প্রতিবাদ মিছিল। শুধু কংগ্রেস ও বিজেপি নয়, বামেরাও ডেঙ্গু নিয়ে সরব হয়েছে। রবিবারই তারা শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে।

ইতিমধ্যে ডেঙ্গু নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন বামফ্রন্টের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী।

প্রশাসন যে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না, সেই অভিযোগ জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। ডেঙ্গু ইস্যুতে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান।

ময়লা জমিয়ে রাখার অভিযোগ, নজিরবিহীন শিক্ষা বিধাননগর পুরনিগমে

স্টাফ রিপোর্টার : পুরসভার গাড়িতে না ফেলে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে জঞ্জাল ফেলে রাখছিল সল্টলেকের সিটি সেন্টারের কর্মীরা। তাই শপিং মলের ফেলে রাখা ময়লা শপিং মলের ভেতরে ঢুকিয়ে অভিনব শিক্ষা দিল বিধাননগর পুরনিগম। পুরনিগমের অভিযোগ শপিং মলের কর্মীরা নির্মাণ সামগ্রী ও আবর্জনা বহুদিন ধরে রাস্তার ওপর ফেলে রাখছিল। পুরসভাকে না জানিয়ে এই কাজ করা হয়েছে। পুরসভা নিয়মিত ময়লা পরিষ্কার করার চেষ্টা করে কিন্তু ময়লার গাড়িতে ফেলার বদলে রাস্তায় ফেলে রাখায় দূষণ বাড়ছিল। তাদের বেশ কয়েকবার এই বিষয়ে জানাবার পরেও কাজ না হওয়ায় পুরসভা তাদের উচিত শিক্ষা দিতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তবে শপিং মলের ভেতরে নোংরা ফেলে

প্রতীকী চিত্র

শিক্ষা দেওয়ার পন্থা এর আগেও ব্যবহার করেছে বিধাননগর পুরনিগম।

চলতি বছরের জুন মাসে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগে হলদিরাম কমপ্লেক্সের ভেতর দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ফেলে একইরকম ব্যবস্থা নিয়েছিল বিধাননগর পুরনিগম। এ বিষয়ে বিধাননগর পুরনিগমের মেয়র পারিষদ (জঞ্জাল অপসারণ) দেবাশিস জানা বলেন, চারিদিকে ডেঙ্গু হচ্ছে তাই যারা ময়লা রাস্তায় ফেলবেন তাদের বিরুদ্ধে এরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ময়লা রাস্তায় ফেলা যাবে না।

শপিং মলের কর্তা আজব যুক্তি দিয়ে বলেন, জঞ্জল তো বাইরেই ফেলা হয় কেউ কি তা ঘরে রাখে। কর্পোরেশন যা করার তা করেছে। আমরা সময় পেলে আমাদের মতো করে পরিষ্কার করব।

ডেঙ্গু নিয়ে বিক্ষোভ প্রদেশ কংগ্রেসের

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার ডেঙ্গু নিয়ে কলকাতা পুরসভার সিংহদুয়ারের সামনে বিক্ষোভ জানায় প্রদেশ কংগ্রেস। ডেঙ্গু নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে এমনই অভিযোগ কংগ্রেস নেতাদের। একদিকে যেমন ডেঙ্গু নিয়ে তথ্য গোপন করা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি ডেঙ্গু মোকাবিলাতেও সেরকম সক্রিয় ভূমিকা নেয়নি পুরসভা। এমনই অভিযোগ তুলে এদিন বিক্ষোভ জানায় প্রদেশ কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ও বিধায়ক মনোজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এদিনের বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের কয়েকশো কর্মী ও সমর্থক।

এদিন হাজরা মোড় থেকে প্রদেশ কংগ্রেসের মিছিল শুরু হয়। দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ পুরভবনের সামনে এই মিছিল পৌঁছায়। পরে শহরে ডেঙ্গু মৃত্যু ও আক্রান্তের সঠিক তথ্য প্রকাশের

দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন কংগ্রেস নেতারা। পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস কর্মীরা পুরভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় কংগ্রেস কর্মীদের। শেষে শহরে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃতদের সঠিক সংখ্যা প্রকাশ ও ডেঙ্গু মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে কংগ্রেস নেতা মনোজ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের কাছে এক স্মারকলিপিও জমা দেয়। শহরে ডেঙ্গু ক্রমশ মহামারি আকার ধারণ করছে। এই পরিস্থিতিতে পুরসভা কেন কোনও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে না এর দাবিতেই এদিন বিক্ষোভ জানান কংগ্রেস নেতারা। বিক্ষোভ চলে প্রায় বিকেল পর্যন্ত।

আকাশ পরিষ্কার হলেই কমবে তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : বর্ষা বিদায় নিলেও বৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না। দুর্গাপুজো, কালীপুজো তো বটেই, নিম্নচাপের জেরে জগদ্ধাত্রী পুজোতেও বৃষ্টির ভ্রুকুটি। আর আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনায় অতিষ্ঠ মানুষ। তবে কিছুটা হলেও ভাল সংবাদ শুনিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বাংলাদেশের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমতে চলেছে তাপমাত্রা। এখনই সেইভাবে জাঁকিয়ে শীত না এলেও হেমন্ত মোটামুটি ঠান্ডার আমেজ মিলবে।

তবে পূর্ব বাংলাদেশের ওপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে সোমবার সকাল থেকেই আকাশ মেঘলা ছিল। কোথাও কোথাও আবার হাল্কা বৃষ্টিপাতও হয়। আজ মঙ্গলবার আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

বেশ কয়েকদিন পরিষ্কার আকাশ থাকার পর আকাশ মেঘলা হতে শুরু করে রবিবার দুপুর

থেকেই। সোমবার সকাল থেকে আরও বেশি পরিমাণে মেঘ জমতে দেখা যায় আকাশে। সেই মেঘ থেকেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস। নিম্নচাপে মারাত্মক বৃষ্টির পর বেশ কিছুদিন পরিষ্কার ছিল আকাশ। সোমবার সকাল থেকেই ফের আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়েছে। রাজ্য জুড়ে এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এই মেঘের সঞ্চার কীভাবে হল? আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পূর্ব বাংলাদেশের বাতাসের উপর দিকে একটি ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সেটাই রাজ্যের আকাশে মেঘের সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশেও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তবে মূলত বাংলাদেশের ঘূর্ণাবর্তের জন্যই রাজ্যে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

বৃষ্টি হবে কলকাতার ও তার পার্শ্ববর্তী প্রত্যেক এলাকাতেই। হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই। তবে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, এই বৃষ্টি গতবারের দুই নিম্নচাপের মতো ভয়ঙ্কর হবে না। এই অবস্থার স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে একদিন। তারপরেই আকাশ ফের পরিষ্কার হবে।

বর্ষা বিদায় নেওয়ার পরেও এমন বৃষ্টির আবহাওয়া কীভাবে তৈরি হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এমনিতেই বঙ্গোপসাগরে সব সময়ই কিছু না কিছু আবহাওয়ার পরিবর্তন হতেই থাকে।

সেরকমই একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের বাতাসের উপরিভাগে। সেটাই বঙ্গোপসাগর হয়ে এ রাজ্যে বৃষ্টির পরিস্থিতির তৈরি করছে। আর এই বৃষ্টির পূর্বাভাসই ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। কারণ রাজ্যে যেভাবে ডেঙ্গুর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে এই বৃষ্টি চিন্তার বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা আরও বেড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২ আন্তঃ-রাজ্য মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার: খাস শহর কলকাতা থেকে গোয়েন্দা বিভাগের হাতে ধরা পড়ল দুই আন্তঃ-রাজ্য মাদকপাচারকারী। শেখ নজরুল আলি এবং আফসার আলি নামের দুই ব্যক্তিকে ২৩৮.৫ গ্রাম কোকেন সহ হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের নারকোটিক সেল বলে জানান কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বিশাল গর্গ। যার বাজার মূল্য ১৬ লাখ টাকা। জানা গেছে, দুই ব্যক্তিই হুগলির বাসিন্দা। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আফসার আলি হারিপালের বাসিন্দা হলেও বেঙ্গালুরুতে বেশ কিছু বছর ধরেই বাড়িভাড়া নিয়ে থাকছে। এর সঙ্গেই সেখানে একটি বিরিয়ানির দোকানেও কাজ করেন। জেরায় তারা স্বীকার করেছে, বিভিন্ন সময় তারা কোকেন পাচারের কাজ করেছে। গোপন সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে মেয়ো রোড সংলগ্ন স্পোর্টস ফেডারেশনের শিবিরের কাছ থেকে পুলিশ তাদের রবিবার বিকেলে গ্রেফতার করে।

নারদ কাণ্ডে ইডি হাজিরা এড়ালেন মুকুল

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে হাজিরার জন্য ইডির কাছে সময় চাইলেন মুকুল রায়। স্টিং কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সোমবার তাঁকে তলব করা হয়েছিল।

কিন্তু সেই হাজিরা এড়িয়ে যান মুকুল রায়। সূত্রের খবর, মুকুল রায় ই-মেল করে ইডিকে জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকায় হাজিরা দিতে পারছেন না। হাজিরার জন্য দু'সপ্তাহ সময়ও চেয়েছেন বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে একটি স্টিং অপারেশনের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ্যে আনেন ম্যাথু স্যামুয়েল। সেই ফুটেজে একাধিক তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীকে টাকা নিতে দেখা যায়। সেই ফুটেজে তদানীন্তন তৃণমূল নেতা মুকুল রায়কেও দেখা গিয়েছিল। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে যায়। বিরোধীরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানায়। শেষমেশ আদালতের নির্দেশে নারদ কাণ্ডের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে যায়। ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখার পর ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। তার উপর ভিত্তি করে মামলা রুজু

করে নারদ কাণ্ডে তদন্ত শুরু করে অপর কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডিও। পরবর্তীতে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে শুরু করে। সেই মতোই এদিন মুকুল রায়কে তলব করা হয়েছিল। ভিডিওতে মুকুলকে সরাসরি ম্যাথু স্যামুয়েলের হাত থেকে টাকা নিতে দেখা না গেলেও তিনি ৫ লক্ষ টাকা নেন বলে অভিযোগ। আরও ১০ লক্ষ টাকা ম্যাথু স্যামুয়েল দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই ব্যাপারেই ইডি মুকুল রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। ম্যাথুর থেকে তিনি কত টাকা নিয়েছেন, সেই টাকাই বা কোথায় গেল, এই বিষয়গুলিই তৃণমূলত্যাগী মুকুল রায়ের কাছে স্পষ্ট করতে চান। সেই কারণেই তাকে শুক্রবার তলব করা হয়েছিল। যদিও আপাতত ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকায় সেই হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। এর আগে নারদ কাণ্ডে সিবিআই আধিকারিকদের মুখোমুখি হতে হয় মুকুল রায়কে। সিবিআইয়ের প্রথম নোটিসেই নিজাম প্যালেসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। ইডির দফতরে কবে হাজিরা দেন, এখন সেটাই দেখার!